R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭০শ বর্ষ
২১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই আশ্বিন, বুধবার, ১৩৯০ সাল
৫ই অক্টোবর, ১৯৮৩ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৩৲

ডাকাত ধরতে গিয়ে পুলিশ আটক, হেনস্থা, গ্রেপ্তার—২

বিশেষ সংবাদদাতা : রাণীনগর গ্রামে এক বাড়িতে ডাকাতি রুখতে গিয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার দুই পুলিশ অফিসারকে একদল গ্রামবাসীর হাতে হেনস্থা হয়ে ফিরতে হয়েছে। একই অবস্থা হয়েছে সঙ্গী ৪ কনষ্টেবলেরও। তারা সশস্ত্র অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও পরিস্থিতি সামলাতে কোনো রকম কড়া ব্যবস্থা নেন্‌নি। ফলে সোমবার মাঝ রাত থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ওই অফিসাররা গ্রামবাসীদের হাতে আটক থাকেন। পরে কয়েকজন গ্রামবাসীর হস্তক্ষেপে আটক পুলিশ দলটি মুক্তি পায়। এ ব্যাপারে পুলিশ ১ জন ডাকাতসহ ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সোমবার রাত পৌনে ১১টা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ বিশেষসূত্রে রাণীনগর গ্রামের এক বাড়িতে সম্ভাব্য ডাকাতির খবর পান। সঙ্গে সঙ্গে ৪ জন কনষ্টেবলসহ রফিক আহমদ্‌ ও দয়াল মুখার্জি নৌকো করে রাণীনগরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। গ্রামে পৌঁছুবার আগেই ডাকাতরা ডাকাতি শেষ করে পালায়। পুলিশ গ্রামের সীমানায় পৌছুতেই একটা বোমা ফাটে। নৌকো নিয়ে পুলিশ ডাকাতদের খোঁজে তল্লাসী চালাতে থাকে। ডাকাতেরা নৌকো পথেই পালিয়ে যায় খবর পেয়ে রফিক সাহেব কাশিয়াডাঙ্গা গ্রামে যান এবং একজন কুখ্যাত ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে রাণীনগর নিয়ে আসেন। পুলিশের নৌকোয় ধৃত ডাকাতকে দেখে গ্রামবাসীরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। উত্তেজিত জনতা পুলিশের নৌকোর দুই মাঝিকেও প্রহার করে। নিজেদের বাঁচাতে পুলিশেরা এই সময় এক ব্যক্তির বাড়িতে আশ্রয় নেন। সেখানে রাতভর তাদের উপর ইট-পাটকেল পড়ে এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি ও আটকে রাখা হয়। ইতোমধ্যে মঙ্গলবার সকালে শহরময় পুলিশ অফিসাররা ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন বলে খবর রটে। এ নিয়ে শহরবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্যও দেখা দেয়। অবশ্য বেলা ১০টা নাগাদ সংশ্লিষ্ট পুলিশ দলটি থানায় ফিরলে সব গুজবের অবসান ঘটে। জানা যায় আসল ঘটনা। এ দিনের ঘটনা নিয়ে পুলিশ মহলেও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এর আগে গত ৮১ সালের ২ সেপ্টেম্বর রঘুনাথগঞ্জ থানার ওসি স্বদেশ সরকার গঙ্গাপ্রসাদ গ্রামে ডাকাত ধরতে গিয়ে গ্রামবাসীদের হাতে আক্রান্ত হন। সেবারেও পুলিশ দলটি কোনোরকমে নিজেদের বাঁচিয়ে ফিরে আসেন। সোমবারের ঘটনায় এ পর্যন্ত দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একজনকে ডাকাতির দায়ে অন্যজনকে পুলিশ হেনস্থার অভিযোগে।

আইন শৃংখলার অবনতিতে উদ্বেগ, সুতি থানায় রদবদল হচ্ছে

বিশেষ সংবাদদাতা : একাধিক সংঘর্ষ এবং পর পর তিন দিনে ৩টি নৃশংস খুনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জঙ্গিপুর মহকুমার সুতি থানা এলাকায় আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চূড়ান্ত অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। জানা গেছে, জেলা পুলিশ প্রশাসন সুতি থানায় ব্যাপক রদবদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বেশ কিছুদিন থেকেই ওই থানার কয়েকজন পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে গুরুতর অভিযোগ তোলা হচ্ছে। বাংলা বন্‌ধের পর সেখানকার পরিস্থিতি আরও গুরুতর হয়ে উঠেছে। সি পি এম. কংগ্রেস এবং আর এস পি এই তিন দলের নেতারাই পুলিশের কাজকর্মে ক্ষুব্ধ। গত বৃহস্পতিবার ওই থানার গাঙ্গিন গ্রামের কংগ্রেস দলের এক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তেনু সরকার আহিরণে ফিডার ক্যানেলের ১২০ আর ডি ঘাট পেরুবার সময় গ্রামেরই একদল লোকের হাতে পাশবিকভাবে খুন হওয়ায় ওই এলাকার মানুষের মনে আতংক ছড়িয়েছে। প্রকাশ্য দিবালোকে শতাধিক মানুষের চোখের সামনে দুর্বৃত্তরা তেনুকে খুন করে। তারা তেনুর একটি হাত এবং পা কুপিয়ে কুপিয়ে কেটে নিয়ে ফিডার ক্যানেলের জলে ফেলে দেয়। খুনী ব্যক্তিরা চলে যাবার পর তেনুকে স্থানীয় মানুষজন হাসপাতালেও নিয়ে যান নি। ঘণ্টা দুয়েক পর তার আত্মীয়রা তেনুকে ব্যারেজ হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে তার মৃত্যু হয়। জানা গেছে, গ্রাম্য রাজনীতি ও বিরোধের ফলেই এই খুনের ঘটনা ঘটেছে। বহু আগে একইভাবে তেনুর বাবা, কাকা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

যন্ত্র বিভ্রাটে ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিপর্যয়

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর এলাকায় মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের জন্য সবক্ষেত্রে লোডসেডিং দায়ী নয়। স্থানীয় গোলযোগের দরুনও বহু ক্ষেত্রে শহর দুটি বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ছে। উমরপুর সাব-ষ্টেশন সূত্রে এ খবরটি জানা গেছে। তারা এর জন্য সরাসরি বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগকে দায়ী করেছেন। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সারকিটের গোলযোগগুলি সারানো হচ্ছে না। ফলে প্রায় প্রতিদিনই তা কেটে যাচ্ছে। অনেক সময় একটি এলাকায় আলো জ্বললেও অন্য এলাকা থাকছে অন্ধকারে। গত কয়েকদিন থেকে বিদ্যুতের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠেছে। জানা গেছে, বামফ্রন্টের এক শরিক দল এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তারা বিদ্যুৎ দফতর ঘেরাও করে বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের ব্যাপারে স্থানীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করবেন।

পঞ্চায়েত বিরোধ নিয়ে হাইকোর্টে মামলা

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ১ পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী কমিটির কাজকর্ম করার ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্ট নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন বলে জানা গেছে। হাইকোর্ট দফরপুর গ্রাম-পঞ্চায়েতে অনাস্থা সভাও স্থগিত রাখতে বলেছেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ওই দুটি বিষয় নিয়ে হাইকোর্টে যাওয়া হয়েছে। কংগ্রেসের অভিযোগে পঞ্চায়েত সমিতিতে ১ সেপটেম্বর মুলতুবী সভাটি ৭ দিনের নোটিশ না দিয়ে ৩ সেপটেম্বর ডাকায় বৈধতার প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এ ব্যাপারে ৩ অক্টোবর শুনানীর দিন ধার্য্য হলেও হাইকোর্ট বন্ধ থাকায় শেষ পর্য্যন্ত শুনানী হয়নি। ৪ অক্টোবর ওই পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন শেষ হয়েছে বলে খবর মিলেছে। যদিও হাইকোর্ট বলেছেন, স্থায়ী কমিটি আপাততঃ পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্ম চালাতে পারবেন না। হাইকোর্ট আর একটি নির্দেশে দফরপুর গ্রাম-পঞ্চায়েতের অনাস্থা সভাও একটি কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখতে বলেছেন। ওই গ্রাম-পঞ্চায়েতে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের এক সদস্য ইস্তফা দেওয়ায় তারা গরিষ্ঠতা হারিয়েছেন। এবং সেই কারণেই বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে অনাস্থার নোটিশ দেওয়া হয়। ২৫ অক্টোবর অনাস্থা সভা হওয়ার কথা ছিল।

কেরানীর গাফিলতিতে পেনসনভোগীদের দুর্ভোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর ট্রেজারী অফিসের এক কেরানীর গাফিলতিতে সোমবার কয়েকশো পেনসনভোগী বৃদ্ধকে সেপটেম্বর মাসের পেনসন পেতে চরম হয়রান হতে হয়েছে। পেনসন প্রাপকদের মধ্যে কয়েকজন অন্ধ ব্যক্তিও রয়েছেন। শেষ পর্যন্ত এস ডি ও'র হস্তক্ষেপে পরদিন তারা পেনসন পেয়েছেন। নিয়মমত, মাসের দ্বিতীয় কার্য্যদিবসে ষ্টেট ব্যাংক থেকে পেনসন দেওয়া হয়ে থাকে। ২ অক্টোবর রবিবার থাকায় ৩ তারিখ পেনসন প্রাপকরা ব্যাংকে গিয়ে জানতে পারেন ট্রেজারী অফিস থেকে এ্যাডভাইস শ্লীপ না আসায় পেমেন্ট দেওয়া যাবে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই আশ্বিন বুধবার, ১৩৯০ সাল

প্রাক্-মহালয়া

আগামী কাল মহালয়া—পিতৃপক্ষের সমাপ্তি, দেবীপক্ষের সুরু। এই দিন হইতেই বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব—দুর্গাপূজার আমেজ আসিয়া যায়। সকলেই উৎসবমুখী হইয়া পড়েন। আবালবৃদ্ধবনিতার 'খুশি খুশি' ভাব। আনন্দের সঞ্চার ঘরে বাহিরে। পূজা এবং উৎসব অমাবস্যায় অবলম্বিত হইয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ব'লয়া মহালয়া। যে গী যাঁহারা, তাঁহাদের সাধনার যোগ্য সময় এই মহালয়া। আবার পিতৃপক্ষ ও দেবীপক্ষের মিলন-লগ্ন মহালয়া। এই সময় পিতৃপূজা অর্থাৎ তর্পণাদির দ্বারা দেবী পূজার অধিকারলাভ করা হয়।

মাতা মে পার্বতী দেবী/পিতা দেবো মহেশ্বর।/বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ/স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥—বিশ্বৈকানুভূতির এমন ঔদার্য ভারতীয় ভাবধারায় মহান তাৎপর্যে পূর্ণ। ধর্মানুশীলনলব্ধ এই অনুভূতির অন্তিম পরিণতি বিশ্বপ্রেমে। মাতৃ আগমনে এই আনন্দের প্রবাহ মনের পরতে পরতে জাগায় এক চেতনা—যে চেতনা 'যতো হভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্মঃ' অর্থাৎ পার্থিব অভ্যুদয় ও পারলৌকিক মুক্তি—ইহাই ধর্ম। নিখিল ভারতীয় ঐক্য চেতনায় ইহা বিধৃত।

মহালয়া এই জন্য সকলের কাছে পরম কাম্য ও প্রিয়। গৃহী, যোগী প্রভৃতি নিজ নিজ প্রবৃত্তি লইয়া এই দিনটিকে দেখিয়া থাকেন, তাত্ত্বিক চিন্তাধারার গভীরতায় যাওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সর্ব শ্রেণীর মানুষের কাছে মহালয়ার আবেদন অন্যরূপ। তাহা হইতেছে মাতৃ পূজার শুভপক্ষের প্রারম্ভ আর তজ্জন্য সর্বস্তরের প্রস্তুতি; শুধু দিনকয়েক অপরিমেয় আনন্দের উৎসার।

॥ ভিন্ন চোখে ॥

ঝকঝকে নীল আকাশ। সোনালী রৌদ্র। সাদা কাশফুল। শিউলি ফুলের গায়ে বাতাসের মৃদু স্পর্শ। শিউলির সুবাস ও প্রকৃতির প্রাণ-প্রাচুর্যের হিল্লোলে উৎসবের পদধ্বনি। শিশির ভেজা ঘাসে অরুণরাঙা চরণ ফেলে শারদলক্ষ্মী আবির্ভূতা হবেন। তাঁর আগমন ধ্বনির সাড়া পড়ে গিয়েছে নিখিল ভুবনে। বাহুতে যিনি শক্তি, হৃদয়ে যিনি ভক্তি—সেই মা আসছেন।

কাপড়ের দোকানে কেনা-বেচার ব্যস্ততা। তবে গ্রামবাংলায় উৎসবের সাড়া প্রকৃতির বুকে জাগলেও মানুষের মনে এখনও ঠিকমত জাগেনি। কারণ অর্থনৈতিক বিপর্যয়। জঠরান্ন ঠিকমত সংগৃহীত হচ্ছে না; কাজেই পূজার নূতন পোষাক ক্রয় তাদের অনেকের কাছে স্বপ্নের মত। তবুও গ্রামের পূজামণ্ডবে একদল জীর্ণ উলঙ্গ শিশুর ভীড়। তারা নিবিষ্টভাবে মৃৎশিল্পী-দের হাতের কাজ দেখে চলেছে। চোখে-মুখে তাদের আনন্দ, বিস্ময়। এর মধ্যেই একদিন উৎসবের ঢাক বেজে উঠবে। তিন-চার দিনের জন্য আলো—হাসি ও গানের আয়োজন। এখানেই বাঙালির বিশেষত্ব। বন্যা, খরা—প্রাকৃতিক দুর্যোগ—সংসারের অভাব ও কষ্ট তাদের বিচলিত করতে পারে না। ঋণ করেও তারা আনন্দের স্বাদ পেতে চায়। সত্যি—'এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গে ভরা।'

মণি সেন

আদিবাসী মৎস্যজীবীদের উন্নয়নের জন্য প্রকল্প

আদিবাসীদের মৎস্য সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ-দানের উদ্দেশ্যে মৎস্য বিভাগের-সচিবের কাছে বরাদ্দ করা ১০,০০,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। মৎস্য বিষয়ক প্রয়োজন ও আরো বিবিধ উদ্দেশ্যে ৫০ ভরতুকি দেওয়া হবে। এ ছাড়া আদিবাসীদের সাহায্য দেওয়ার জন্য, শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্যও নতুন প্রকল্প এতে আছে।

একরাতে ৩ বাড়িতে ডাকাতি

নিজস্ব সংবাদদাতা: সাগরদীঘির মনিগ্রামে শনিবার রাত্রে একদল ডাকাত পর পর তিন বাড়িতে হানা দিয়ে ডাকাতি করে পালায়। গ্রাম-বাসী সূত্রে জানা যায়, ডাকাতরা সংখ্যায় প্রায় ৩০ জন ছিল। এরা সবাই যুবক। ডাকাতির সময় এদের পরনে ছিল কালো প্যান্ট এবং লুঙ্গি। খবরে প্রকাশ, ডাকাতদলটি প্রথমে জনৈক চণ্ডী হালদারের বাড়িতে হানা দিয়ে গহনাপত্র লুঠ করে। তারা গৃহস্বামী ও তাঁর স্ত্রীকেও মারধোর করে। একই-ভাবে ডাকাতেরা পাশের বাড়িতে বোমা ফাটিয়ে লুঠপাট করে। শেষে তারা পাগল ভাটের বাড়িতে ঢুকে তাদের মারধোর করে জিনিষপত্র নিয়ে পালিয়ে যায়। একই রাত্রে তিনটি ডাকাতির ঘটনায় ওই এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

দুই কালজয়ী ব্যক্তিত্ব

ঠাকুরদাস শর্ম্মা

আধুনিক বিশ্বের দুই বিশাল ব্যক্তিত্বের স্মরণদিবস বিগত হ'লো হত ১লা অক্টোবর ও ২রা অক্টোবর। ১লা অক্টোবর এ যুগের প্রতিটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিবর্তন আন্দোলনের প্রাণপুরুষ কার্ল মার্ক্সের মৃত্যু দিবস আর ২রা অক্টোবর ছিল নব ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্ম দিন। আধুনিক বিশ্বে শান্তি মৈত্রী ও সাম্যের ভাবধারা প্রচারে উভয়েরই অবদান সমভাবে প্রশংসিত। উভয় মতবাদেরই একই বক্তব্য—বিশ্বের প্রতিটি মানুষের শান্তিতে প্রকৃতির সমস্ত সম্পদ উপভোগের সমান অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনায় সকলেই সমান অংশীদার। রাষ্ট্রিয় সম্পদ সমভাবে ব্যয়িত হবে প্রতিটি মানুষের কল্যাণে ও প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ ব্যয়িত হবে প্রশাসনের দায়িত্বে। আবার সেই কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে সকল মানুষের শ্রম দানও হবে আবশ্যিক সর্ত। অর্থাৎ রাষ্ট্রিয় প্রশাসন যেমন সকলের কল্যাণে হবে সমদৃষ্টিসম্পন্ন তেমনি সকল ব্যক্তিও তার সাধ্যানু-যায়ী কায়িক ও মানসিক শ্রম রাষ্ট্রের কল্যাণে ব্যয়িত করতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু এই কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের গঠন হবে কি উপায়ে সেই পন্থা সম্পর্কে এই দুই বিরাট পুরুষের মতপার্থক্য রয়েছে। মার্কসের মতে পৃথিবীর আদিম অবস্থার পর সভ্যতার ক্রম-বিকাশের সাথে সাথেই সমাজে দুটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। এক শ্রেণী শোষক আর এক শ্রেণী শোষিত। শোষিত শ্রেণী সর্ব্বহারা। শোষক শ্রেণী নানা কৌশলে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত করে চলেছে। শোষিত সম্প্রদায়ের কায়িক ও মানসিক শ্রম পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ সৃজিত হচ্ছে, কিন্তু সেই সম্পদের ভোগের অধিকার হতে তারা বঞ্চিত হচ্ছে শোষক শ্রেণীর সুগভীর চক্রান্তে। এই দুই শ্রেণীর সংগ্রাম চলেছে সেই আদিম কাল হতে। কিন্তু শোষক শ্রেণী যারা সম্পদ পুঁজিকে আপন অধিকারে এনে শোষিত শ্রেণীকে নিজেদের বশে রাখতে এক অনুগত মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরী করে নিয়েছে। আর ধর্মের হাতিয়ার দিয়ে ভগবানরূপী এক বিরাট শক্তির কুহক সৃষ্টি করে শোষিত শ্রেণীকে বুঝিয়ে চলেছে এসবই ভগবানের ইচ্ছা এবং ন্যায় অন্যায় পাপ পুণ্যের বিচার করে ভগবানই সৃষ্টি করেছেন এই সব সম্প্রদায়। পুণ্যের ফলে কেউ পাচ্ছে ভোগের অধিকার আর পাপের ফলে সেই ভোগের অধিকারে বঞ্চিত হচ্ছে আর একজন। কিন্তু সকল মানুষকে বোঝাতে হবে এ মিথ্যা এ ছলনা। এ হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজ নেতাদের শোষণের চক্রান্ত। সে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা যেদিন সম্ভব হবে সেদিন এই দুই শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম নেবে চূড়ান্ত রূপ। আর সেই সংগ্রামে জয়ী হয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠ শোষিত সর্ব্বহারার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাজে শান্তি, ন্যায়, মৈত্রী ও সাম্য প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। কিন্তু গান্ধী দর্শন বলে ধর্ম্ম মানুষকে মহান করে, ক্ষুদ্র থেকে বিরাটের দিকে আগুয়ান করায়। ভগবান সকল মানুষকে সৃষ্টি করে-ছেন। তিনি তাদের জন্যই এত সম্পদ প্রস্তুত রেখেছেন এই ধরিত্রীতে। সকল মানুষ ভাই ভাই। এক ভাই যদি উপবাস করে তবে আর এক ভাই এর বুকে আঘাত লাগবেই। তা যদি না হয় তবে সে মানুষই নয় সে পশুরও অধম। তাই গান্ধী দর্শনের মূল বক্তব্য পশুত্বকে জয় কর, মনের ক্ষুদ্রতা দূর কর। বিরাট সেই পুরুষ শ্রীভগবানের সান্নিধ্যলাভ করে তাঁরই মত বিরাট হও। তাহলেই সেই বিরাট বিশাল হৃদয়ের অধিকারী হতে পারলেই সকলের প্রতি ভালবাসা প্রেম-প্রীতি হৃদয়ে জাগরিত হবে। মানুষ হয়ে উঠবে সত্যকারের মানুষ। তার মধ্য হতে দূর হয়ে যাবে ঘৃণা বিদ্বেষ হিংসা শোষণের কামনা। তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে সারা বিশ্বে সত্যকারের শান্তি, মৈত্রী, সাম্যের রাজত্ব। যেখানে থাকবে না কোন ক্ষুদ্রতাবোধ, শ্রমের প্রতি অসম্মান নিষ্ঠা। সকলেই নিজের নিজের শ্রমের দ্বারা আহরণ করবে যে সম্পদ সেই সম্পদ ভোগ করবে সমান ভাবে। প্রতিষ্ঠিত হবে বিশ্বে কল্যাণকামী মহান এক ধর্ম্মের, সাম্যের রাষ্ট্র।

আজকের এই গ্লানিময় পৃথিবীতে সে কারণেই এই দুই মহান আদর্শবান পুরুষের জীবন কাহিনী তাঁদের মর্ম্ম-বাণী আলোচিত হওয়া উচিত। পন্থা যায় হোক তবু উভয়েরই কামনা শান্তি মৈত্রী সাম্যের এক মহান প্রেম-প্রীতিময় কল্যাণময়ী ধরিত্রী।

সাগরদীঘির গ্রামাঞ্চলে উন্নয়ন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য মনিগ্রাম বটতলা থেকে চাঁদপাড়ার মধ্য দিয়ে কান্তনগর পর্য্যন্ত 'স্পেসাল কম্পোমেণ্ট' পরিকল্পনায় ৭২ হাজার টাকা মনজুর হয়েছে। সাগরদীঘি গ্রামপঞ্চায়েত রেল গেটের পূর্বদিকে অবস্থিত দৈনিক বাজারকে পশ্চিমদিকে স্থানান্তর করে রেলগেট থেকে রেল সাঁকো পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণ করছেন।

আদিবাসী মহিলাদের উন্নয়নে সাহাপুর ল্যাম্প এর সদস্য এইরূপ ৩০ জন আদিবাসী মহিলাকে ৫০'০০ টাকা করে ট্রাইব্যাল ডেভেলপমেণ্ট প্রজেক্ট থেকে দেওয়া হয়েছে বলে ব্লকের বি ডি ও নন্দদুলাল ভকত আমাদের প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন।

নিবিড় মৎস্য প্রদর্শনী

নিজস্ব সংবাদদাতা : জেলা মৎস্য দপ্তরের সহযোগিতায় সাগরদীঘি ব্লকের বলরামবাটী গ্রামের তালবোনা পুকুরে গোলকবিহারী মণ্ডল সহ কয়েকজন যুবকের পরিচালনায় গত ২৯-৯-৮৩ নিবিড় মিশ্র মৎস্যচাষ প্রদর্শনী শেষ হয়। ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের মৎচাস্যজীবীদের সামনে পুকুরে মাছ ধরে আলোচনা করলেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নন্দদুলাল ভকত ও মৎস সম্প্রসারণ আধিকারিক তুষারকান্তি ঘোষ। প্রদর্শন ক্ষেত্রটির এলাকা ২ বিঘা ৫ কাঠা। বিঘা প্রতি উৎপাদন হয়েছে ৫০০ কেজি। হেক্টর প্রতি উৎপাদন হয়েছে ৩৭৫০ কেজি। উক্ত আলোচনা সভা এবং উৎপাদিত মাছ উপস্থিত মৎস্য উৎপাদকদের মনে উৎসাহ সঞ্চার করেছে।

বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির পুনর্গঠন

১। প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ ও সময়— ৮-১১-৮৩, বেলা ২ ঘটিকা

২। ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার দাবী অথবা আপত্তি দাখিল করিবার তারিখ ও সময়— ১৫-১১-৮৩, বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত

৩। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ ও সময়— ১-১২-৮৩, বেলা ২ ঘটিকা

৪। মনোনয়ন-পত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়— ১১-১২-৮৩, বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত

৫। মনোনয়ন-পত্র পরীক্ষা করিবার তারিখ ও সময়— ১২-১২-৮৩, বেলা ২ ঘটিকা

৬। মনোনয়ন-পত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ও সময়— ১৩-১২-৮৩, বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত

৭। নির্ব্বাচনের তারিখ ও সময়— ১৮-১২-৮৩, (রবিবার) সকাল ৯টা হইতে ১২টা এবং প্রয়োজন-বোধে দুপুর ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত

বিস্তারিত খবরের জন্য বিদ্যালয় চলাকালীন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সহিত যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

বাড়ালা
৩০-৯-৮৩

মোঃ সোহরাব
প্রধান শিক্ষক

জঙ্গিপুর সংবাদ

শারদ সংখ্যা ॥ ১৩৯০

এবারে লিখেছেন :

সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষ, ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর, অনুপ ঘোষাল, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, প্রফুল্লকুমার গুপ্ত, মহঃ আবদুল ওয়ালি এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক।

মূল্য : দুই টাকা

শেষ হওয়ার আগেই সংগ্রহ করুন।

National Thermal Power Corporation Ltd.
(A Government of India Enterprise)
Farakka Super Thermal Power Project

Notice Inviting Tender For Canteen Contract
N. I. T. NO. FS : 42 : CS : 180/T-66/83

Sealed tenders are invited from experienced caterers to run our plant site canteen for catering meals for 300 (Three hundred) employees and tea, snacks, sweets etc. for about 600 (Six hundred) employees per day at present. Interested parties having experience and financial resources may collect the tender papers from the office of the undersigned which will be available from 5. 10. 83 to 26. 10 83 on payment of Rs. 25/-- (Twenty five) only. While applying for tender documents intending tenderers shall furnish to the tender issuing authority proof of their experience and antecedents, financial standing, valid income tax and sales tax clearance certificates etc. The tenderers will be required to deposit earnest money of Rs. 5, 000/-(Rupees five thousands) in cash or by Bank draft payable to NTPC, Farakka alongwith tender.

The tenders will be received in the office of the undersigned upto 11. 00 A.M. on 27. 10. 83 and will be opened immediately thereafter in the presence of attending tenderers, NTPC management reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reasons thereof.

Dy. Manager (Contracts)
Farakka Super Thermal Power Project
Dist--Murshidabad (West Bengal)

Govt. of West Bengal
ADVERTISEMENT MATTER :

Scheme for providing self employment to educated unemployed youth.

Applications in plain paper in duplicate are invited from educated (Matriculates--Class X passed & above) unemployed youth within the age group of 18 to 35 years, who had received unemployed allowance (Bekar Bhata) earlier but had ceased to receive the same due to expiry of eligibility period, stating :

i) Name, ii) Father's name, iii) Address (Stating Panchayat Samity/Municipality) iv) Academic qualification, v) Date of birth and age as on 31-3-84, vi) Employment Registration No. & Identity Card No. (Form No. 8), vii) Date of expiry of eligibility period of Bekar Bhata,, viii) Project/Scheme for setting up small scale industry servicing or business, iX) Proposed location, X) Annual income of the family, for availing of assistances under the SCHEME FOR PROVIDING SELF EMPLOYMENT TO EDUCATED UNEMPLOYED YOUTH, providing bank finance not exceeding Rs. 25, 000/— as composite loan, are invited by the General Manager, District Industries Centre—

All applications accompanied with the following documents must reach the General Manager, District Industries Centre-Murshidabad winhin 15 days from the date of release of this notification. Following documents will have to be enclosed along with the applications without which the candidature will be cancelled.

1. Attested copy/Photo copy of certificate of age & qualification

2. Attested copy/Photo copy of original Identity Card issued by Employment Exchange for receipt of un-employment allowance. (form No, 8)

3. Copy of scheme, 4) Certificate of family income from local Panchayat/Municipality.

For further details contact the General Manager, District Industries Centre, Murshidabad.

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ
ss/30933

আইন-শৃংখলার অবনতিতে উদ্বেগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এবং কাকাতো ভাইকেও খুন করা হয়। জনশ্রুতি, থানায় টাকা পয়সা ঢেলেই নাকি এই খুন করা হয়েছে। আর একটি খুনের ঘটনা ঘটেছে আহিরণের থানতলা পাড়ায়। দুটি দলের মধ্যে সংঘর্ষে সেখানে ২ ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। একাধিক বাড়িঘর লুঠপাট হয়। পরে আহতদের মধ্যে একজন মারা যান। এদিকে বন্‌ধের দিন ধরমবীরকে হত্যার ব্যাপারে পুলিশ ৪ জন কংগ্রেস সমর্থককে গ্রেপ্তার করেছেন বলে জানা গেছে। আরও কয়েকজনকে খোঁজা হচ্ছে। এই হত্যা এবং আইন শৃংখলার অবনতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ৪ অক্টোবর অরঙ্গাবাদে বামফ্রন্ট শরিকেরা বিক্ষোভ জমায়েতের ডাক দেন। ওই জমায়েতে সুতী থানা পুলিশের কাজ-কর্মের তীব্র ভাষায় নিন্দা করা হয়। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে, সুতী থাকার ও সি প্রদীপ ব্যানার্জীকে ওই থানার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

পেনসন ভোগীদের দুর্ভোগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

না। কয়েকজন বৃদ্ধ ছুটে যান এস ডি ও পি এস ক্যাথিরেশনের কাছে। তিনি খোঁজ নিয়ে দেখেন এ্যাডভাইস শ্লীপটি সম্পূর্ণ হয়ে এক কেরানীর টেবিলে পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওই শ্লীপটি ব্যাঙ্কে নিয়ে যাওয়া হলেও সেদিন আর পেমেন্ট মেলেনি। অবশ্য যে কেরানীর গাফিলতিতে এই হয়রানি তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এক বৃদ্ধ পেনসনভোগী ভবিষ্যতে যাতে তাদের ক্ষেত্রে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য এস ডি ও র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বিশেষ সুযোগ

শারদীয় উৎসবে পরিবারের সকলের মুখে হাসি ফোটাতে
'ষ্টীল ফার্ণিচার' দিয়ে ঘর সাজান।
১লা অক্টোবর থেকে দেওয়ালী পর্য্যন্ত সমস্ত ষ্টীল ফার্ণিচারে
শতকরা ৫% রিবেট দেওয়া হচ্ছে।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

দাস অটো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস
উমরপুর (৩৪নং জাতীয় সড়ক) মুর্শিদাবাদ
প্রোঃ মদনমোহন দাস
এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।
এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিরাপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।